অশোক ঋভু

ফুল ও পাথর

জল নেবো ঢেউ নেবো নেবো তোর ফুল ও পাথর
মেঘ নেবো বজ্র নেবো লগ্নভ্রষ্ট গান নেবো তোর
কঙ্কনে বাজুতে নেবো আবরনে নেবো আভরনে
অংশে নেবো সমগ্রে ও নেবো অবগাহনের কালে
আমি সেই কাল খাবো কালের রাখাল
গোচারনে যাবো রোজ সকাল বিকাল

চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে শরীরের জল তোর জলে
জড়াবো আমার পাপ তোর পাপে অলখকুন্তলে
গ্রন্থিবদ্ধ মনস্তাপ জন্ম-মৃত্যু স্বর্গ-নরক
ইদানিং শব্দ খাবো খাবো তোর আদিম হরফ
অংশে নেবো সমগ্রেও নেবো অবগাহনের কালে
আমি সেই কাল খাবো কালের রাখাল
গোচারনে যাবো তবু সকাল বিকাল

রক্তামাংস হাড় খাবো খাবো তোকে দুঃখকাতর
জল নেবো ঢেউ নেবো নেবো তোর ফুল ও পাথর।

পদাবলী - এক

যে অমোঘ শিল্পবার্তা নিয়ে এলো এই হলাহল
তাকে বলো রসাতলে যাক
শুয়োরচর্বি সারে মিশ্রিত যে মাটি
তাতে ভুঁইকুমড়ো ফলাক
দিগ্বিদিক দশদিক ঘোড়াদের নির্দেশ করুক
কিভাবে ফেরাবে তারা কোনদিকে প্রচ্ছদের মুখ

হে অমোঘ শিল্পবার্তা যদি একা অ্যাতোকিছু পারো
তবে এসো আরো কিছু করি
হাঁটুহাঁটু কাদা মেখে মাঠে মাটে শস্য ছড়াই
সেতুহীন ঘাটে ঘাটে নৌকোগান নৌকো ভেড়াই
তারপর ঘরে ফিরে কোলের বাছাকে দিই দুধ
অতঃপর জন্মায়নি যে জন্মাচ্ছে যে শিশু
চুপি চুপি তার কানে মনুষ্য জন্মের কথা বলি
শুরু হোক অরণ্যের লতা গুল্ম বৃক্ষ পদাবলী।

পদাবলী – দুই

প্রথম দর্শনে ছিলো আদিমাতা অন্ধকার নৈঃশব্দের জল
শাখায় শাখায় তার ফুল পাতা ফল
পাতায় পাতায় ছিলো অন্তহীন খঞ্জনীর রাত
ফুলে ফলে ঝুমকো প্রভাত

প্রথম নিনাদশঙ্খে যে কাজল পরেছিলো চোখ
দ্যাখো সেই কালবিষে জর্জরিত আমি
ছোবলে ছোবলে ঢেউ সমাজ সংসার সব ভাঙি
প্রেম নয় ছিন্নভিন্ন শোক

হে আদিম মাতাঠাকুরানী কালবিষ অ্যাতো যদি প্রিয়
এই তবে হাঁ করছি দে আমাকে গরল অমিয়।